

ললিত কাব্য।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ,

নং ২৪, মীর্ জাফর্স লেন—কলিকাতা।

১৭৯৭ শক।

Printed by M. L. Dass.

উৎসর্গ।

১

যার বল পেয়ে কবি   বর্ণিয়া অপূর্ব্ব ছবি
নানা বর্ণে আঁকি কত মত,
অলঙ্কারে অবশেষ   দিয়া তার বেস বেশ
হাসায় কাঁদায় অবিরত ;

২

যার জোরে ভর ক'রে   উঠিয়া আকাশ 'পরে
তারাকুলে দেখে নাড়ি চাড়ি,
বেছে বেছে তুলে লয়   আকাশ-কুসুম-চয়,
পেড়ে আনে সমূলে উপাড়ি ;

৩

যার বলে বল পেয়ে   বড় বড় কবিচয়ে
তুলি আনি সুমেরু-শিখর
আরাম-আরাম তরে,   বসায় আনন্দভরে,
আপনার পুরের ভিতর ;

১২

যার অনুরাগে রাগি মধুকর অনুরাগী
প্রেম করে শতদল সনে ;
সেই দেবী কল্পনারে সঁপিলাম ললিতেরে,
দয়া করি রেখ মা চরণে।

ললিত কাব্য।

প্রথম সর্গ।

"The silent heart, which grief assails.
Treads soft and lone-some o'er the vales.
Sees daisies open, rivers run,—"
Parnell.

১

নিথর আকাশ, বহিছে বাতাস,
সাদা সাদা মেঘ উড়িয়া যায়,
অপরূপ-রূপ চাঁদের প্রকাশ,
চটুল চকোর বেড়ায় তায়।

২

আশে পাশে কত পাদপ লতায়
ঝিঝিরবে কিবা ধরিয়ে তান,
জীবে অচেতন করিতে নিদ্রায়
প্রকৃতি ধরেছে ঘুমের গান।

৩

বসেছে চপল জোনাকী সকলে
ছোট ছোট সব ঝোপের গায়,
সুনীল কোমল রমণী কুন্তলে
যেমন জহর সাজায়ে দেয়।

৪

চারি দিকে গাছ ফুলের বাগান,
চারি দিকে ফুল ফুটিয়ে আছে,
অপরূপ তার আসিতেছে ঘ্রাণ
বর্ষিছে অমৃত নাসার মাঝে।

৫

ঝরণার জল পড়িছে ঝরিয়া,
কৃত্রিম সরিত বহিয়ে যায়,
এঁকে বেঁকে ক্রমে যেতেছে চলিয়া,
ঝিকিমিকি আলো শোভিছে তায়।

৬

কুলু কুলু রবে যেতেছে বহিয়ে
নোয়ায়ে নোয়ায়ে কেশের দলে,
ক্রমে ক্রমে পড়ে গিয়েছে মিশিয়ে
কৃত্রিম হ্রদের ফটিক জলে।

৭

আশে পাশে গাছ লতিয়ে পড়েছে
ঘুমের ঘোরেতে অবশ হেন,
বায়ুভরে কভু দুলিতে লেগেছে,
থেকে থেকে সব ঢুলিছে যেন।

৮

আঁকা বাঁকা পথ পাশেতে তাহার
মাঝে মাঝে ঝোপ লতার ঘর,
আহা মরি কিবা দিতেছে বাহার
কেমন নয়ন-তৃপতিকর।

৯

কিছু দূরে তার দেখা যায় ঝিল
নীলিম বরষা-মেঘের মত,
বাতাস হিল্লোলে দুলিছে সলিল
ছোট ছোট ঢেউ উঠিছে কত।

১০

জলের ভিতরে চাঁদের কিরণ
কেমন চমকে উঠিছে থেকে,
হিলি বিলি ঠিক বিজলি মতন
এপাশ ওপাশ যেতেছে বেঁকে।

১১

মুকুলিতদল কমল কেমন
ভাসিছে দুলিছে হেলিছে জলে ;
পাতা তুলে তুলে ঢেকেছে বদন
চাঁদে দেখা যেন দেবে না ব'লে।

১২

ধারে ধারে গাছ নিবিড় তাহার,
ক্রমে ক্রমে কিবা মিলিয়ে গেছে ;
কোথাও বা তার করিয়ে আঁধার
শখাদলবল বাড়ায়ে দেছে।

১৩

এ কি ! এ বিজন কানন অন্তরে
নিশীথ নিঝুম নিথর কালে
গাইছে যেন কে করুণ সুস্বরে
নাবাতে মনের অসুখ-জালে।

১৪

ক্রমে ক্রমে স্বর উঠিছে ফুটিয়ে
আ'য়াজে পূরিত হইল মন,
প্রতিধ্বনি তায় মিশিয়ে মিশিয়ে
পূরিল অখিল বিজন বন।

১৫

নিস্তব্ধ নীরব দাঁড়ায়ে পাদপ
গানের স্বরেতে মজিয়ে গেছে,
পাতে পাতে হিম ঝরে টপ্ টপ্
নয়নের জল যেন ঝরিছে।

১৬

গানেতে মজিল মজিল পরাণ,
ঘুচিল সকল মনের মলা,
ভাবনা জঞ্জাল করিল পয়াণ,
ঘুচিল ঘুচিল সকল জ্বালা।

১৭

আচম্বিতে হায় একি এ আবার
সহসা সঙ্গীত থামিয়ে গেল ;
সহসা মানস কাড়িয়ে আমার
অনায়াসে প্রাণ হরিয়া নিল।

১৮

এই না কে যেন ব'সে বট-তলে
নিস্তব্ধ রয়েছে হতেছে জ্ঞান,
এরি কি সঙ্গীত শ্রবণ যুগলে
কাড়িয়া লয়েছে আমার প্রাণ ?

১৯

কে তুমি যুবক ! এ নিশীথ কালে
গাহিছ বিপিনে দুখের গীত ?
ঘেরে কি তোমায় পার্থিব জঞ্জালে
ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছে চিত ?

২০

হাঁ হাঁ তাই বটে না হ'লে এমন
বসিয়ে নিশীথে বিজন বনে
গালে দুটী কর শ্বাস ঘন ঘন
ভাবিবে কেন বা একাগ্র মনে ?

২১

অথবা আছয়ে উপাস্য দেবতা
অধিষ্ঠিত তব অন্তরে কোন,
তাই কি মনেতে এতই মমতা,
পূজিত ঢুকেছ বিজন বন ?

২২

না না না তা নয়, মানস কমলে
আর কোন রূপ অসুখ হবে,
নতুবা এমন নয়ন যুগলে
বারিধারা কেন ক্রমশ ব'বে।

২৩

মনের ব্যথায় হয়ে ঝালাপালা
তোমারি মতন আমিও হেথা
এসেছি জুড়াতে হৃদয়ের জ্বালা
জুড়াতে বিষম মনের ব্যথা।

২৪

সংসার বিষম, বিষম ব্যাপার,
চারিদিকে তার বিপদ ময়,
দেখিলে শুনিলে মানব-ব্যাভার
ঘৃণাভয়ে মন চকিত হয়।

২৫

চখের পরদা নাহিক কাহার
নির্দ্দয় হিংসক কুচুটে মন ;
চারিদিকে পোরা খালি হাহাকার
জন-ময় তবু বিজন বন।

২৬

পেজোমোয় ঠাসা আগাগোড়া তার
রাগ দ্বেষ বই কিছুই নাই,
প্রতারণা তায় কতই প্রকার,
রীতি নীতি তার সকলি ছাই।

২৭

রাঙ্গা টুক্ টুক্ উপরে তাহার
ভিতরে কেবল গোবর ভরা,
উপমায় ঠিক মাকাল আকার—
উপরে ন্যাকোন চোকোন করা।

২৮

কেমন কোমল রূপের বাহার
দেখিতে সুন্দর উপরে তার,
ডুবে ডুবে দেখ ভিতরে তাহার
খুঁজে এক তিল পাবেনা সার।

২৯

দেখে শুনে ভাই ঝালাপালা প্রাণ,
মনেতে আমোদ কিছুই নাই ;
পাতি পাতি খুজি কত কত স্থান,
মনে সুখ তবু নাহিক পাই।

৩০

মনে সুখ পেতে স্বভাব দেখিয়া,
বেড়াতে গিয়েছি গাঙের ঘাটে ;
আঁধার নিশিতে একেলা উঠিয়া
গিয়েছি কভু বা গড়ের মাঠে।

৩১

গ্যাসমালা পরা দেখেছি ধরণা
মাঝে নীল লাল আলোর ছটা ;
মণিহার গলে যেমন রমণী,
থামি'খানা যেন পাথর আঁটা।

৩২

গভীর আঁধারে মেশো মেশো প্রায়
মনুমেণ্ট থাম কীর্ত্তিনিশান
জলস্তম্ভ প্রায় নেবেছে যথায়
মনোদুখে তথা করেছি গান।

৩৩

কভুবা নিশীথে ইডেন কাননে
ধীরে ধীরে গিয়া সেতুর পারে,
চুপি চুপি হায় পশেছি নির্জ্জনে
বসেছি কাঠের মঠের ধারে।

৩৪

ঝিঝিরবে মন দিয়েছি খুলিয়ে
মনোসাধে কত গেয়েছি গান,
নীরবে রোদন করেছি বসিয়ে
জুড়াবার তরে তাপিত প্রাণ।

৩৫

আজিও দেখনা গভীর নিশায়
পাইতে সন্তোষ তোমারি মত,
অনায়াসে ত্যজি সুখের শয্যায়
বনে বনে সুখ খুঁজিছি কত।

৩৬

দুজনের দশা একই প্রকার
দুজনের মনে একই ব্যথা,
আজি হতে সখা হইলে আমার,
খুলে বল ভাই মনের কথা।

৩৭

কি তাপে তাপিত তোমার অন্তর,
কেন বল তব নয়ন ঝরে ?
কি তাপে ঢুকেছ বনের ভিতর
জনশূন্য স্থান পাবার তরে ?

৩৮

ভালবাসা কোন সুহৃদ তোমার
(যাহায় বাসিতে প্রাণের মত,
সুখে দুখে তুমি সহায় যাহার)
করেছে কি তব আদর হত ?

৩৯

অথবা বন্ধুর বিচ্ছেদ-দহনে
দহিছে তোমার হৃদয় প্রাণ,
খুঁজিতেছ তাই ভ্রমিয়া কাননে
জুড়াবার তরে বিজন স্থান ?

৪০

অথবা রমণী-প্রণয়ে মজিয়ে
ঢেলেছিলে আশা-লতায় জল
তাই কি তাহায় নিরাশ হইয়ে
হৃপভাঙ্গা মন নাইক বল ?

৪১

যার তরে কত মনস্বী বিদ্বান,
যাদের সুনাম ঘোষিত আছে,
হয়ে গেছে ভেকো হারায়েছে জ্ঞান,
আমরা কি ছার তাদের কাছে।

৪২

অথবা দেইজি-বিবাদ-হুতাশ
গৃহসুখ সব নিয়েছে হ'রে,
তাহাতে বিষম কোঁদল বাতাস
ধক্ করে জ্বলে উঠেছে ঘরে।

৪৩

যাহাতে পড়িয়ে কুরুদল বল
পুড়ে ঝুড়ে খাক্, হয়েছে ছাই,
তাইতে তোমার মানস বিফল ?
গৃহে কি বিরাগ হয়েছে তাই ?

৪৪

অথবা তোমারে করিতে যতন
ছুনিয়ায় কেউ নাহিক আর,
চারিদিক তব মরুর মতন,
হৃদয় জীবন হয়েছে ভার।

৪৫

বিমাতা বিষম সাপিনী তাহায়
দংশেছে তোমার কোমল প্রাণে
প্রতিকুল তব করেছে পিতায়
ঝুঁটো কথা যত তুলিয়া কানে।

৪৬

তাই কি তোমার হয়েছে এমন
হৃদে একটুও আমোদ নাই ;
মনের বিরাগে করিছ ভ্রমণ,
জুড়াতে এখানে এসেছ তাই ?

৪৭

একি ! একি ! কেন সহসা তোমার
নয়ন যুগলে বহিল বারি,
ঘন ঘন শ্বাস বহিল আবার,
মুখখানি ফিরে হইল ভারি।

৪৮

তবে কি যথার্থ বিমাতা তোমার
মানসে দিয়েছে বিষম ব্যথা ;
মরু মত তব করেছে সংসার
তাই কি যুড়াতে এসেছ হেথা ?

ইতি সখা মিলন নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

"অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥"

ভারতচন্দ্র।

১

এই যে উঠিল ললিত অরুণ
  প্রাচিদিক ভাগ করিয়ে আলো,
উদিল লোহিত তপন তরুণ
  তমোরাশি ক্রমে সরিয়ে গেলো।

২

এই যে আবার প্রকৃতি রমণী
  ধরিল কেমন নূতন শোভা ;
নবীন শোভায় শোভিল ধরণী,
  নবীন নীরদে লোহিত প্রভা।

৩

এই যে কেমন নীলিম প্রভায়
  শোভিল অখিল আকাশতল,
অগাধ অকূল জলধির প্রায়
  অথবা শ্যামল যমুনা জল।

৪

আধ আধ ঢাকা তরুণ তপন
　গাছের আড়ালে শোভিল ভাল,
নবীন পল্লবে লোহিত বরণ
　মরকতে ঘেরা স্থবর্ণ জাল।

৫

দেখিতে দেখিতে এইযে তপন
　ধরিল আপন রূপের ছটা,
আলোময় করি অখিল ভুবন
　প্রকাশিল নিজ কিরণ-ঘটা।

৬

নূতন শোভায় শোভিল গগণ
　নূতন নূতন সকল ঠাঁই,
যে দিকে যেরূপে ফিরাই নয়ন
　মধুরতাময় দেখিতে পাই।

৭

নূতন নূতন ঠেকিছে ধরণী
　নূতন নূতন প্রকৃতি সতী
নব ভাবে যথা নবীনা রমণী
　নব হাব ভাব ভূষণবতী।

৮

চারিদিকে আজ আনন্দ বাজার
 শোক তাপ আর কাহার নাই,
উথলিছে আজ সুখ পারাবার
 হাসি হাসি মুখ সকল ঠাঁই।

৯

আনা দিন দেখি সকালে উঠিয়া
 সকলেই ঘোরে পেটের তরে,
আজি একি খেদি সে সব ভুলিয়া
 মেতেছে জগত আমোদ ভরে।

১০

কায়ক্লেশে যার হয় দিনপাত
 দুই বেলা ভাত নাহিক জুটে,
আজি দেখি সেও আমোদেতে মাত,
 এদিক ওদিক ভ্রমিছে ছুটে।

১১

কেন কেন আজ এরূপ ব্যাপার !
 সত্যযুগ বুঝি আসিল ফিরে ?
না হ'লে এমন অখিল সংসার
 কেন বা ভাসিবে আমোদ নীরে।

১২

হাঁ হাঁ! বটে বটে! মহাষ্টমী আজ
শারদী পূজার দ্বিতীয় দিন,
তাই সবে আজ ভুলে নিজ কাজ
আমোদ-সাগরে হয়েছে লীন।

১৩

আজি খালি এক সুখের বাসর
বছরে কেবল দেখিতে পাই,
প্রফুল্ল যে দিনে সবার অন্তর
ভাবনা জঞ্জাল কাহার নাই।

১৪

শোকে তাপে যার জ্বরে গেছে মন
আজি সেও ভোলে আপন দুখ,
ঘুচে যায় তার সজল নয়ন
বিকশিত হয় মলিন মুখ।

১৫

চির দিন যার খেটে খেটে প্রাণ
সাধহীন হয়ে ঝাঁজিয়ে আছে,
আজি তার তায় হয়েছে আশান
মনের দরজা খুলিয়ে গেছে।

১৬

এই যে হতেছে পূজা-আয়োজন
  এই যে বাড়িল লোকের গোল,
দিক দশ করি আমোদে মগন
  এই যে বাজিল সানাই ঢোল।

১৭

আমিও করিগে আমোদ প্রমোদ
  খুলে দিয়ে আজ মনের দ্বার ;
সবা সনে মিলে করিতে আমোদ
  এমন সুদিন নাহিক আর।

১৮

একি, পূজো বাড়ি গেছে লোকে ভ'রে
  এখনি এমন বেলা না হ'তে !
ভাসিতেছে সবে সুখের সাগরে,
  উঠেছে সবাই আমোদে মেতে !

১৯

আধ অন্ধকারে গভীর দর্শন
  উঠিতেছে ফুটে আহুতি-ধূম,
ভক্তি-ভয়-রসে পূরে গেছে মন,
  বেড়েছে সবার সুখের ধূম।

২০

এই যে আমার সখা না হেথায়
  প্রতিমার প্রায় প্রতিমা কাছে
খালি খালি চখে চকিতের প্রায়
  স্থির হয়ে ঠিক দাঁড়ায়ে আছে।

২১

একি দেখি ভাব আজিকে সখার
  নাহিক তেমন আগের মত,
নাই আজ আর তেমন প্রকার,
  ভার ভার মুখ নাইক তত।

২২

দুখ-মাখা মুখ দেখি অনাদিন,
  আজিকে সেরূপ নাহিক আর ;
আননেতে শোভা হয়েছে নবীন,
  ঘুচেগেছে আজ দুখের ভার।

২৩

খালি খালি প্রায় যদিও নয়ন,
  যদিও মানস ভাবনা-ময়,
যদিও দাঁড়ায়ে জড়ের মতন,
  আগের মতন তবুও নয়।

২৪

নব ভাতি কিবা উদিত বদনে
　শোভিছে ঈষদ মধুর হাসি
শশধর যেন উঠেছে গগণে
　উজল মণ্ডল ঘিরেছে আসি।

২৫

মনেতে যে ভাব উদিত সখার
　আননেও তাই উঠেছে ফুটে ;
তাই দেখি আজ নূতন প্রকার
　মধুময় শোভা এসেছে যুটে।

২৬

কে পারে বুঝিতে মনের গতিক
　কি ভাবে কখন কেমন রয়,
বাতাসের মত ফিরে যায় ঠিক—
　আবার আগের মতন হয়।

২৭

এই দেখি মন দুখভারে যার
　হয়ে গেছে ঠিক মরার মত,
ফিরে হল তাজা এখনি আবার
　ভুলিল আপন বিপদ যত।

২৮

যারে দেখি কাল ছিল এক রূপ
আজ দেখি ফিরে তেমন নাই,
বিপরীত হয়ে হয়েছে বিরূপ,
দেখিতে তেমন নাহিক পাই।

২৯

এই যে আস্তিক এই সে নাস্তিক
এই সে আবার হইল গোঁড়া,
আজি সন্ন্যাসী পরম পথিক
ধরমের কাল উপাড়ে গোড়া।

৩০

অমায়িক সাধু আছে আজি যেই
প্রাণপণে সবে করিছে হিত,
দেশের কণ্টক কালি হবে সেই
হিংসা দ্বেষে তার পূরিবে চিত।

৩১

আজি দেখে যারে মনে ভয় হয়
কালিকে সেরূপ নাহিক রবে,
কোমল হইবে তাহার হৃদয়
সুধাময় তার মানস হবে।

৩২

আজি যেই জন সুখেতে মগন
নাহিক মনেতে দুখের লেশ,
দুখেতে ভাসিবে কালি তার মন
হয়ে যাবে তার সুখের শেষ।

৩৩

সখারো আজিকে তেমতি প্রকার
মনের সে ভাব গিয়েছে ফিরে,
সুখময় কোন মধুর আকার
বিম্বিত হয়েছে মানস-নীরে।

৩৪

এ কে এ রমণী দাঁড়ায়ে হেথায়!
সখার সুমুখে ললিত ভাবে
স্থির হয়ে স্থির-বিজলির প্রায়
মোহিত হইয়ে সখার ভাবে।

৩৫

নিশ্চল নয়ন নিশ্চল বদন
নিশ্চল কেমন মধুর রূপে
পটে আঁকা ঠিক পুতলি মতন
আলো ক'রে দিক আপন রূপে।

৩৬

মধুর বদনে বিশাল নয়ন
  কমলের যোড়া পাতার প্রায়
লাজে আধ মোদা, মধুর কেমন
  তুলি-আঁকা ভূরূ শোভিছে তায়।

৩৭

যেমতি সখার নয়নের ভাব
  যেমতি প্রকার আনন-শোভা;
ইহাঁরো তেমন বদন-প্রভাব
  তেমতি প্রকার নয়ন-প্রভা।

৩৮

প্রণয়ের ভাব নয়নে বিকাশ
  অধরে ঈষদ মধুর হাসি,
আননে কোমল প্রভায় প্রকাশ
  মনোগত ভাব হয়েছে আসি।

৩৯

ললিত মধুর নবীন বয়স,
  সরল নবীন মনের ধাঁচা,
সাদা সিদে তায় নূতন মানস
  স্বভাবের ভাব রয়েছে কাঁচা।

৪০

আজিও জানেনা জগত কেমন,
এখনো দেখেনি স্বভাব ধারা,
এখনি হইলে প্রণয়ে মগন
বিষম বিপদে হইবে সারা।

৪১

মরীচিকা মত প্রণয়ের রূপ
দূর হ'তে বেশ দেখায় ভাল,
কাছে গেলে তার সকলি বিরূপ
ঘটায় কেবল বিপদজাল।

৪২

কত লোক এই প্রণয়ের তরে
আমোদ প্রমোদ বিহীন হয়ে
দুখ-ভারে ভারি করেছে অন্তরে
জনমের মত গিয়েছে বয়ে।

৪৩

কেহবা প্রণয়ে হইয়ে নিরাশ
বিষলতা-বীজ পুতেছে মনে,
ভাবী সুখ-আশে হয়েছে হতাশ
ছেড়েছে সংসার পশেছে বনে।

৪৪

হায়রে প্রণয়, কত কত জনে
মানসে দিয়েছ বিষম ক্লেশ,
দেশত্যাগী করে পাঠায়েছ বনে
পরায়েছ তায় সন্ন্যাসী-বেশ।

৪৫

কত যে নবীন প্রণয়ী জনায়
পিষেছ তোমার ভীষণ দাঁতে
আশায় নিরাশ করিয়ে তাহায়
বিষম আঘাত করেছ আঁতে।

৪৬

তোমার কুহকে পড়ে কত লোক
ধনে মানে প্রাণে হয়েছে সারা,
পুষেছে অন্তরে বিষময় শোক
হৃদয়-দহন মানস-জারা।

৪৭

বিশ্বাসঘাতক তোমার মতন
দুনিয়ায় আর দেখিনা কারে,
আপন ভাবিয়া যে করে যতন
বিষম দুখেতে ভাসাও তারে।

৪৮

যা হোক তা হোক প্রণয় তোমায়
আমি এই এক মিনতি করি,
আশায় নিরাশ করোনা সখায়
মানসের সুখ নিও না হরি।

৪৯

ভুলায়েছ আজ যেমত সখায়
মোহনিয়া মন-মোহন রূপে
আবার নিরাশ করিয়ে তাহায়
ফেলোনা সখারে দুখের কূপে।

ইতি প্রতিমা দর্শন নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

"গুরুজন প্রতি যদি অন্তরাত্মা যায় চোটে,
উঃ কি দুঃসহ জ্বালা মর্ম্মকুঁড়ে জ্বলে ওঠে!"
সঙ্গীত শতক।

১

ধীরে ধীরে বায়ু বহিছে এখন
দিবসের শেষ হইয়ে এল,
অস্তাচলে ঝুঁকে পড়িছে তপন,
প্রকৃতির রূপ ফিরিয়ে গেল।

২

লোহিত তপন লোহিত গগণ
নব মেঘ শোভে লোহিত রাগে
হাসি হাসি কিবা স্বভাব বদন,
নবরাগ তায় কপোল ভাগে।

৩

কলরবে দিক পূরিয়ে কেমন
শাখী পরে পাখী আসিছে ফিরে,
আপনার ভাবে আপনি মগন
ধীরে ধীরে আসি পশিছে নীড়ে।

৪

ধীরে ধীরে ফিরে আসিছে রাখাল
বাজায়ে কেমন মোহন বাঁশী,
মধুরবে হয়ে মোহিত গোপাল
দলেতে কেমন মিলিছে আসি।

৫

ঝিলিমিলি কিবা তটিনীর জল
নেচে নেচে আসি লাগিছে তীরে;
ভাঙা ভাঙা তায় তরু দলবল
বিম্বিত কেমন হয়েছে নীরে।

৬

পর পারে গাছ নিবিড় কেমন
মাঝে মাঝে তাল তরুর রাজি,
মেঘেতে মিশায়ে মেঘের মতন
অপরূপ রূপে রয়েছে সাজি।

৭

তটেতে কেমন বন-ফুল দল
থোকা থোকা ঝুলে পড়িছে নীরে;
ঢলমল কিবা নদী-স্রোতোজল
ঝলকে চলকি উঠিছে তীরে।

৮

বিকসিত ফুল বকুল তাহায়
কেমন বাহার করেছে তীরে ;
মলয় হিল্লোলে মৃদু মৃদু বায়
ফুল কুলে আনি পাড়িছে নীরে।

৯

একে এ, সখা যে, ভাবিতের প্রায়
মধুময় এই মধুর স্থানে
স্থির হয়ে বসে বকুল তলায়
তাকায়ে রয়েছে স্রোতের পানে।

১০

আবার কি ভাব সখার আমার
উদিত হইল মানসাকাশে,
ক্ষণে হাসি ক্ষণে রোদন আবার
ক্ষণেকে হতাশ জীবন-আশে।

১১

ক্ষণে গুরু গুরু কাঁপিছে হৃদয়
থেকে থেকে ঠোঁট উঠিছে কেঁপে ;
ক্ষণে হাসি আসি হইল উদয়
ফের দুখরাশি উঠিছে ফেঁপে।

১২

আপনা আপনি এই যে আবার,
মৃদুরবে কিবা মধুর ভাবে,
খুলেদিয়ে নিজ হৃদয়-আগার
প্রকাশিছে নিজ মনের ভাবে।

১৩

কি বলিলে সখা! "দুখের সংসার,
নাহিক কোথাও সুখের লেশ;
জগত কেবল দুখের আধার,
বিপদের তায় নাহিক শেষ।

১৪

"যাঁর হতে আমি এসেছি ধরায়
যেজন মহত আকাশ চেয়ে
বেঁচে আছি আজো যাঁহার কৃপায়,
স্নেহ-চখে আর দেখেনা চেয়ে।

১৫

"জননী যাহারে জানি চিরকাল
পূজেছি চরণ মায়ের মত,
সে জন এখন ঘটায়ে জঞ্জাল
মজাতে আমায় হয়েছে রত।

১৬

"না না না সে দোষ নহেক কাহার
সকলি আমার কপালের বলে
না হলে কেন বা মাতারে আমার
অকালে লইবে করাল কালে।

১৭

"যা হোক তা হোক আর নাই সাধ
জীবনের আশা ঘুচিয়ে গেছে ;
বিধাতা তাহায় সাধিয়াছে বাদ,
আর নাই সাধ থাকিতে বেঁচে।"

১৮

বটে বটে সখা স্বরূপ বচন
গুরুজনে যদি মানস চটে
বিষম বিকারে জরে যার মন
সংসার-বিরাগ মানসে ঘটে।

১৯

ফেটে উঠে প্রাণ ভেঙ্গে যায় মন
বিষাদে হৃদয় পূরিত হয়,
ভার বোধ হয় জীবন তখন
অন্তর-আগুনে হৃদয় দয়।

২০

ঘুড়াবার স্থান যে জন ধরায়
যার কোলে ভুলি সকল দুখ,
সদা পুলকিত দেখিয়া যাহায়,
ভরসা হেরিয়া যাহার মুখ,

২১

সে যদি না পারে দেখিতে নয়নে
সদাই মানসে বিদ্বেষ করে
কি লাভ তাহ'লে বিফল জীবনে
কি লাভ এ পাপ শরীর ধরে।

২২

"না না না জীবন নহেক আমার
অধিকার এতে নাহিক আর,
ভারতের ধন করেছি আহার
কৃতদাস আমি এখন তার।

২৩

"পরের কৃপায় ধরেছি জীবন,
পরের কৃপায় পেয়েছি জ্ঞান,
সুখে আছি আজো খেয়ে পরধন—
ধরেছি এখনো অসার প্রাণ।

২৪

"জীবন আমার পরের এখন
পর-উপকার সাধিতে হবে,
ভারতের কাজে ত্যেজিলে জীবন
ঋণহীন আমি হইব তবে।

২৫

"না, না, জীবনেতে আছে প্রয়োজন,
এখনো বাঁচিতে রয়েছে সাধ;
সুখময় তার উজ্জল বদন,
দেখিতে তাহার———————"

২৬

একি একি সখে! বলিতে বলিতে
সহসা এমন ছাপিলে কেন?
আঁখি নীরে কেন লাগিলে ভাসিতে,
নব দুখে পুন দুখিত যেন?

২৭

"একি বিপরীত ঘটিল আমার
পূজার আমোদ দেখিতে গিয়ে,
ঘুচাবার তরে মানসের ভার
ফিরিলাম পুন দুখেরে নিয়ে।

২৮

"হায়রে প্রণয়! তোমারে এমন
 স্বপনেও কভু জানিনি আগে;
করি কি তাহ'লে হৃদয়ে ধারণ,
 মজি কি কখন তোমার রাগে?"

২৯

এ কে, এ রূপসী রমণী-রতন
 লুকায়ে রয়েছে লতার পাশে?
অচল দাঁড়ায়ে পুতলি মতন
 সখার বচন শ্রবণ আশে।

৩০

এই না রূপসী, প্রতিমা দেখিতে
 নিয়েছে সখার মানস হ'রে?
প্রণয়ের খিল আঁটিয়াছে চিতে
 জনমের মত দিয়াছে সেরে?

৩১

বলিহারি যাই প্রণয় তোমার,
 কে পারে বর্ণিতে তোমার গুণ
যে দেয় তোমায় হৃদয়ে আধার
 অনায়াসে কর তাহারে খুন।

৩২

অনায়াসে কর ধীরেরে অধীর,
  সুশীলে কুজন করিয়া তোল,
অচল অটল মানসে বশীর
  তুলি দাও তুমি বিষম গোল।

৩৩

তোমারে হৃদয়ে করিলে ধারণ
  লাজ ভয় আর থাকেনা মনে,
শত শত ক্রোশ তোমার কারণ
  অনায়াসে ভ্রমে তোমার সনে।

৩৪

গিরিগুহা তলে, জলধি-গহ্বরে
  অথবা ভীষণ বনের মাঝে,
জনপদে কিম্বা মরুর অন্তরে,
  সকলেই তব প্রতাপ আছে।

৩৫

দোরের বাহির যে জন কখন
  হয় নাই আগে লাজের ভরে,
মানস বুঝিতে আজি সেই জন
  এসেছে হেথায় তোমার তরে।

চতুর্থ সর্গ।

"সে কেন আমায় বাসে ভাল।"—

১

আঃ কি মনোরম মধুর সময়!
  সুশীতল ধীর মলয় বাতে
শ্রম দূর হয় জুড়ায় হৃদয়,
  মধুর সুবাস আসিছে তাতে।

২

যুড়াল হৃদয়, যুড়াল জীবন,
  বাতাসে শরীর শীতল হ'ল,
মানস শীতল হইল এখন,
  হৃদয় ক্রমশ পাইল বল।

৩

এমন সুন্দর মধুর কানন
  জীবনে এমন দেখিনি আর!
মধুবাসে নাশা যুড়ায় কেমন
  ঘুচে যায় যত দুখের ভার।

৪

ফুলফলে কিবা শোভিত পাদপ,
লতাদল নত ফুলের ভরে;
ধীর বায়ু ভরে কাঁপিছে বিটপ
ফুলকুল তায় পড়িছে ঝ'রে।

৫

সন্ সন্ বায়ু বহিছে কেমন
ধীরে ধীরে গাছ দুলিছে তায়
কানে কানে কথা কহিছে যেমন,
শাখীকুল তায় দিতেছে সায়।

৬

মরি কি সুন্দর বিজন কানন
কেমন নিথর মধুর ঠাঁই,
স্থির চারিদিক ছবির মতন
গোলযোগ হেথা কিছুই নাই।

৭

ক্ষণেক এখানে করিলে ভ্রমণ
মানসের ভাব ফিরিয়ে যায়,
আমোদের স্রোতে ভেসে যায় মন,
নব নব ভাব উদয় তায়।

৮

বিজন কাননে এমন সময়
ভ্রমিলে কল্পনা দেবীর সনে
প্রফুল্ল অন্তর জুড়ায় হৃদয়
কত ভাব হয় উদিত মনে।

৯

কেন এ বিজনে এমন সময়
সখা-মনোহরা এখানে কেন ?
স্থির আঁখিযুগ কম্পিত হৃদয়
প্রকৃতির ভাবে চকিত যেন।

১০

স্থিরভাবে যেন মদন-মোহিনী
আলো ক'রে বন আপন রূপে,
আধ বিকসিত বদন নলিনী
মানস-মোহন ললিত রূপে।

১১

করতলে তায় গোলাবের ফুল
আধ বিকশিত অরুণ আভা;
মধুলোভে তায় ভ্রমর আকুল,
অপরূপ কিবা হয়েছে শোভা।

১২

করে শতদল কমলা যেমন
তেমতি ইঁহার হয়েছে শোভা,
মৃদুভাবে স্থির গম্ভীর বদন
হেরেগেছে তায় চাঁদের প্রভা।

১৩

ঘন ঘন শ্বাস বহিছে কেমন
গুরু গুরু হিয়া কাঁপিছে তায়,
শূন্য শূন্য মন ভাবিত মতন
লাজে আধ নত মধুর কায়।

১৪

একি একি আজি এমন সময়
চারিদিক যবে আমোদে পোরা
কেন শুভে! তব অসুখী হৃদয়
কেন তব মন এমন ধারা ?

১৫

অচল নয়নে কেনগো এমন
তাকায়ে রয়েছ ফুলের পানে ?
কেন কেন বল ঝরিল নয়ন ?
কি দুখ তোমার উদিত প্রাণে ?

১৬

একি একি শুভে ! আজিকে তোমার
কি ভাব আবার উদিত মনে ?
সখার মতন তুমিও আবার
কহিতেছ কথা জড়ের সনে।

১৭

"এস এস সখি ! ফুলকুলেশ্বরী !
আদরে তোমারে হৃদয়ে ধরি ;
এস এস হৃদে এসলো সুন্দরি !
তাপিত জীবন শীতল করি।

১৮

"শাখা ছাড়া হয়ে যে দশা তোমার
যেমন তোমার মলিন মুখ,
আশাহীন মন তেমতি আমার
তাপিত হৃদয় বিহীন সুখ।

১৯

"আদরের ধন ! প্রিয় উপহার !
ক্ষণ কালে তুমি নিধন হবে ;
কিন্তু নহে সখি ! সেরূপ আমার,
চিরদিন মন হৃদয় দ'বে।

২০

“ভাবী চিন্তা কিছু নাহিক তোমার
আমার ত সখি সেরূপ নয়,
দুরাশায় জরা মানস আমার
ভাবী-ভাবনায় হৃদয় দয়।

২১

“দুরাশা আগুনে তোমার কখন
দহেনাত সখি হৃদয় প্রাণ,
কিন্তু দগ্ধ তায় আমার জীবন
ক্ষণমাত্র দেখ নাহিক ত্রাণ।”

২২

একি একি শুভে একি এ আবার
ঘন শ্বাস কেন বহিল ফিরে ;
মলিন হইল আনন তোমার,
ভাসিল কপোল নয়ন-নীরে।

২৩

“দেশাচার-করে করিয়া অর্পণ
পূরাতে আপন মনের সাধ,
জনক আমার করেছেন পণ
ভাবী সুখে মম সাধিতে বাদ।

২৪

"আজো আছি ভাল এখনো স্বাধীন
জানি না কালিকে কি দশা হবে,
ভাসিব পাথারে সহায় বিহীন
বিষম হতাশ-বাতাশ ব'বে।"

২৫

আরে দেশাচার বিষম রাক্ষস!
নাহি কি রে তোর হৃদয়ে দয়া,
হতাশে দহিতে কোমল মানস
হৃদয়েতে কি রে হ'ল না মায়া?

২৬

কত কত জনে বিষম জ্বালায়
জরেছ হৃদয়, সেধেছ বাদ,
কত যে হতাশ করেছ আশায়,
তবু কিরে তোর মেটেনি সাধ?

২৭

"দেশাচার-দশা জেনেও সে জন
কেনগো এমন বিবেকহীন,
দুরাশার বশ কেন তার মন,
কেন এত তার হৃদয় ক্ষীণ।

২৮

"চিরকাল তরে দুখেতে ভাসিতে
কেন রে আমায় বাসিল ভাল,
চিরদিন তরে হৃদয়ে পুষিতে
মানস-দহন ভাবনা-জাল।

২৯

"এত দিন দেখি দিবার স্বপন
ভাবী সুখ ভাবি ছিলাম সুখে,
এখন সে ভাব নাহিক তেমন
ভেঙ্গেছে হৃদয় বিষম দুখে।

৩০

"ভরসা বিহীন হয়েছে হৃদয়,
সাধের আশায় পড়েছে ছাই,
হতাশ বাতাস হয়েছে উদয়
হৃদয় মানস ভেঙেছে তাই।"

৩১

একি, পুনরায় ভাসিল নয়ন!
ভাসিল কপোল নয়ন-নীরে,
নীহারের ধারে কমল যেমন;
অধর পল্লব কাঁপিল ধীরে।

৩২

একি ভাব শুভে, আজিকে তোমার
উদিত বদনে নূতন শোভা,
কমলের দলে যেমন নীহার
তেমতি হয়েছে মানসলোভা।

৩৩

হতাশ হুতাশে যদিও এখন
শুকায়ে গিয়াছে কমল মুখ,
যদিও আবিল হয়েছে নয়ন,
ঘন ঘন শ্বাসে কাঁপিছে বুক,

৩৪

নব নব শোভা নয়নরঞ্জন
তথাপি কেমন উদিত আসি ;
স্বভাবত হয় সুন্দর যে জন
কমেনাক তার রূপের রাশি।

৩৫

রক্তিম বরণ যুগল নয়ন,
ঈষদ গোলাপী কপোল দল,
মুকুতার মত তাহায় কেমন
পড়েছে গড়ায়ে নয়ন জল।

৩৬

আহা কি মধুর ললিত আকার,
আহা কি মধুর আনন শোভা
যদিও মলিন বদন তোমার,
হেরেছে তবুও বিজলি-প্রভা।

৩৭

"———মম সখা সহৃদয়
হেরিয়ে তোমায় পাগল হেন ;
ভূতলে হেরিলে চাঁদের উদয়
চকোর পাগল হবে না কেন ?"

ইতি কুসুমদর্শন নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

"উড়ু উড়ু করে প্রাণের ভিতর,
পালাই পালাই সদাই মন,
যেন মরু হয়ে গেছে চরাচর
শুধু ঘেরে আছে কাঁটার বন।"

১

স্থির চারি দিক মধ্যাহ্ন সময়
অচল নিথর জগত তল,
জনহীন যেন ধরণী হৃদয়
স্থির হয়ে আছে পাদপদল।

২

রবি-করে খর তাপিত ভুবন
চাতক ব্যাকুল জলের তরে;
ধ্বনিত হতেছে বিজন কানন
তাহার কাতর গভীর স্বরে।

৩

রবিতাপে তপ্ত হয়েছে পবন
সলিল যেমন অনল তাপে;

বারি তরে ক্ষীণ পথিক-জীবন,
তরুতলে বসি দিবস যাপে।

৪

জনহীন মাঠে বটতরু বর
পথিক অতিথী বিশ্রাম তরে
বাড়ায়ে দিয়েছে ঘন শাখা-কর
ছায়াময় তল আঁধার ক'রে।

৫

নামনার* দল করিয়ে আশ্রয়
শাখারাজি ক্রমে গিয়েছে বেড়ে,
ছায়াময় করি ধরণী-হৃদয়
চারিদিকে ঘন রয়েছে বেড়ে।

৬

স্থূল স্তম্ভোপরি চাঁদনী যেমন
তেমতি কেমন হয়েছে শোভা,
ছায়াময় তল শীতল কেমন
ঘন শাখাদলে হরিত প্রভা।

---

* বটের ঝুরি নামিয়া ক্রমে গুঁড়ির মত হইলে 'নামনা' বলে।

৭

বসি কেন সখা এমন সময়
বিজন নিথর বটের তলে ?
ঘন শ্বাসে কেন কম্পিত হৃদয়,
ভাসিতেছ কেন নয়ন-জলে ?

৮

একি দেখি সখা জড়ের মতন !
করতলে রাখি কপোল তায়
জ্ঞানহীন মনে চিন্তায় মগন,
চেতন-বিহীন পুতলি প্রায় !!

৯

কেন হ'ল সখা এরূপ তোমার ?
কেন গো এভাব দেখিতে পাই ?
মানসে উদিত কি ভাব আবার ?
ডাকিলেও দেখি চেতন নাই।

১০

সখে, সখে, দেখ তুলিয়া নয়ন,
বহু ক্ষণ হতে তোমার কাছে,
উপস্থিত তব প্রিয় পরিজন
দরশন আশে দাড়ায়ে আছে।

১১

"এস এস সখে হৃদয়-রঞ্জন !
শেষ দেখা এই তোমার সনে,
এস এস সখে করি আলিঙ্গন
বিদায় দাও হে সরল মনে।

১২

"ভুলে যাও ভাই সকল ব্যাপার
ভুলে যাও ভাই সকল দোষ,
অপরাধ যত করেছি তোমার
মনে করি কভু কোরোনা রোষ।

১৩

"আজি দিব সখা শেষ উপহার ;
প্রকাশিব আজি তোমার কাছে
মানস কন্দরে যে কিছু আমার
এত দিন ধরি লুকান আছে।

১৪

"আমোদে কেটেছে শৈশব যখন,
হয় নাই যবে দুখের জ্ঞান,
সুখ-দুখ-হীন ছিলাম তখন
হতাশ-বাতাসে ভাঙ্গেনি প্রাণ।

১৫

"কোন জ্ঞান নাই সদাই বিহ্বল
আমোদে মগন খেলার সনে,
সুখময় বোধ ছিলগো সকল
ভাবনা তখনো পশেনি মনে।

১৬

"অমনি তখনি শিরে বজ্রাঘাত ;
জননী, স্নেহের প্রতিমা খানি
অকালে সহসা হ'ল কাল-সাত
ভাঙ্গিল হৃদয়, কাতর প্রাণী।

১৭

"হয়ে গেল সখে, জগত আঁধার
নিবিল তখনি সুখের আলো
বিষময় হ'লো অখিল সংসার
হতাশে মানস ভাঙ্গিয়ে গেল।

১৮

"কাঁদিল কাতর আত্মীয় স্বজন,
ভেদিল গগণে রোদন-রোল,
শোক-কাল-সাপে করিল দংশন,
উঠিল অন্তরে বিষম গোল।

১৯

"চিরদিন কভু সমান না যায়,—
ক্রমে ক্রমে কাল অতীত হ'ল
বিলীন হইল অন্তর গুহায়
জননী-শোকের বিষম গোল।

২০

"কিছু দিন পরে বিমাতা আমার
করি অধিকার পিতার মন
কুমন্ত্রণা গুণে ভাঙ্গিল সংসার
শান্তিময় পুরি করিল বন।

২১

"চাহিলেন পিতা কুপিত নয়নে
বুঝিলাম তাঁর ভেঙ্গেছে মন;
উপায় বিহীন, কাঁদিনু বিজনে,
বেড়িল হৃদয়ে কাঁটার বন।

২২

"তখনো সয়েছি সে সব যাতনা
ভেবেছি পরেতে সুদিন হবে
চিরদিন কভু এ দিন রবে না,
চিরদিন দুখ নাহিক রবে।

২৩

"কপালেতে যার নাহি সুখলেশ,
বিধি বিপরীত সদাই যায়,
কে পারে ঘুচাতে তার মন-ক্লেশ ;
সুখী করিবারে কে পারে তায়।

২৪

"করমের ফল যেমন যাহার
তেমনি তাহারে ভুগিতে হবে,
পাপ কর্ম্ম ফলে পুণ্যের সঞ্চার
কে বল তেমন দেখেছ কবে ?

২৫

"আসিলাম হেথা জুড়াতে হৃদয়
জুড়াতে তাপিত ব্যাকুল প্রাণ,
এখানেও আসি বিপদ উদয়—
অভাগার আর নাহিক ত্রাণ।

২৬

"সহসা প্রণয়ে মজিল হৃদয়
প্রেম ছায়া আসি পড়িল হৃদে
নব নব ভাব হইল উদয়
নব রস আসি উদয় চিতে।

২৭

"প্রেম রসে ক্রমে গলিল অন্তর
ঘুচে গেল ক্রমে দুখের রাশি
অমৃতে ভাসিল হৃদয় কন্দর
নব ভাব মনে উদিত আসি।

২৮

"হৃদয়ে উদিত প্রেমের মূরতি
নব নব ভাব উদিত মনে
উদিত মানসে ত্রিদিব-যুবতী
ভালবাসাবাসি তাহার সনে।

২৯

"বিশুদ্ধ প্রণয় হইল উদয়
গলিল মানস মজিল প্রাণ,
প্রেমময় ভাবে পূরিল হৃদয়,
হৃদয় বীণায় বাজিল তান।

৩০

"ভাবী সুখ আশা দিবার স্বপন
ক্রমে ক্রমে আসি উদিত হ'ল,
নব ভাবে মন হইল মগন
জীবনের আশা ফিরিয়ে এল।

৩১

"তখনি অমনি সে সুখ-স্বপন
একেবারে সখে! ফ্‌রায়ে গেল,
বহিল হৃদয়ে প্রলয়-পবন,
হৃদয় ব্যাকুল হইয়ে এল।

৩২

"এত দিন যার প্রণয় আশায়
ভাবী সুখ ভাবি ধরেছি প্রাণ,
আজি সখে! তার জনক তাহায়
অপরের করে করিবে দান।—

৩৩

"যে আশায় সখে রাখেছি জীবন
ধরেছি শরীর যাহার তরে
সহসা তাহায় হতাশ এখন—
ধরিব জীবন কেমন ক'রে?"

৩৪

এ কি সখে, তুমি এমত অধীর!
সামান্য অসার আশার তরে
বহিল কপোলে নয়নের নীর,
কাঁপিল হৃদয় শোকের ভরে?

৩৫

কোথায় তোমার সে বীর-বচন ?
কোথায় তোমার সে ধীর জ্ঞান ?
দেশহিত কথা কোথায় এখন ?
কোথায় তোমার সে সব ধ্যান ?

৩৬

'ভারতের ধন করেছ আহার
ভারতের জনম ভারত তরে—'
এখন কোথায় সে ভাব তোমার ?
ফুরাল সে সব কেমন করে ?

৩৭

দেশহিত সাধা, পর উপকার,
রেখেছ শরীর যাহার তরে,
সে সব সাধন হয়নি তোমার
ত্যজিবে জীবন কেমন করে ?

৩৮

সামান্য কারণে ব্যাকুল জীবন
সহজে তোমার অধীর চিত—
কিরূপে সহিবে বিপদ পতন
সাধিতে আপন দেশের হিত ?

৩৯

ভোল ভোল সখে বিগত ব্যাপার,
দুরাশায় হৃদে দিওনা স্থান,
হৃদে আসি যেন ভাবনা তোমার
ব্যাকুল করেনা আকুল প্রাণ।

৪০

উঠ উঠ সখে দিবা অবসান
তিমিরে জগত ডুবিল আসি
দিবাকর ওই করিল পয়াণ
জগত আকুল আঁধারে পশি।

৪১

ওই দেখ দূরে ক্রমে চরাচর,
অন্ধকার মাঝে হতেছে লীন।
কল কলরবে ফিরিছে খেচর,
দিবসের রাগ হতেছে ক্ষীণ।

ইতি বটতরুতল নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

"——বিজন বনে, কাঁদে গো কাতর মনে,
কেবা বল তায় শোনে, বাতাসে ভাসিয়ে যায়।"

১

একি একি আমি কোথায় এখন,
ঘোর অন্ধকার ভীষণ বন;
নিস্তব্ধ বিজন, ভীম দরশন,
ভ্রমিছে বিকট শ্বাপদ গণ।

২

উঃ কি ভয়ানক বিষম ব্যাপার!
ভীষণ বিজন যমের পুরী!
প্রচণ্ড নরক হেন অন্ধকার,
মসিরাশি যেন করেছে চুরি।

৩

ধক্ ধক্ ক'রে শিবা মুখ হোতে
থেকে থেকে আলো উঠিছে জ্ব'লে,
কাতর ভীষণ কুরব তাহাতে
আকুল করেছে ভুবনতলে।

৪

ভীম তরু হ'তে পবন হেলায়
জোনাকী নিচয় পড়িছে ঝ'রে,
প্রলয়ের মেঘে যেমন ধরায়
উজল পাবক বর্ষণ করে।

৫

উহু কি ভীষণ ফণী-গরজন
শুনিতে শ্রবণ বধির প্রায় ;
সিংহ হুহুঙ্কারে ব্যাকুল জীবন,
পালাবার স্থান নাহিক তায় !

৬

কাঁটাময় বন ঘেরা তিন ধারে
সুমুখে প্রখর নদীর স্রোত,
প্রতিহত আঁখি ঘোর অন্ধকারে
নাহি পথ ঘাট নাহিক পোত।

৭

বায়ুবেগভরে তরঙ্গের দল
উঠিছে বেগেতে গ্রাসিতে তীর,
ভীম ভীমরবে বধির সকল
প্রলয়-পবনে নাচিছে নীর।

৮

ক্ষণে ক্ষণে তায় মেঘ-গরজন,
চপল চপলা-বিকট-হাস,
ক্ষণেকে আকুল, কাঁপিছে জীবন
নদীসন্তরণে ভিজেছে বাস।

৯

কোথা বন্ধুগণ, কোথায় স্বজন
কোথা মাতা পিতা, কোথায় ভাই,
কোথা প্রিয়সখা কোথায় এখন
থাকিতে সকলি কেহই নাই।

১০

আর কি দেখিব স্বদেশ স্বজন
আর কি দেখিব সখার মুখ;
অভাগা এজন আর কি কখন
দেখি প্রিয়জন পাইবে সুখ;

১১

আর কি কখন স্বজন-সুভাষ
অমৃতের ধারে তুষিবে কাণ,
হবে কি সুখের তপন প্রকাশ,
আর কি জুড়াবে তাপিত প্রাণ?

১২

কি কুক্ষণে সখে মজিলে প্রণয়ে,
কি কুক্ষণে তব ব্যাকুল মন,
কি কুক্ষণে তব সান্ত্বনা আশয়ে
করিতে বাসনা দেশ ভ্রমণ।

১৩

ভীম বেশ ধরি যখন তটিনী
উথলি উঠিল ভীষণ বেশে,
পবনের ভরে কাঁপিল তরণী—
বিবশে আপনি চলিল ভেসে;

১৪

ভীষণ লহরী উঠিল যখন,
তুলিল তরণী আকাশ তলে,
প্রবল বেগেতে বহিল পবন
খেলিল চপল তটিনী জলে;

১৫

মেঘ দলে যবে পূরিল গগণ,
পূরিল সকল অশনি-রবে,
হইল ভুবন আঁধারে মগন,
ভয়েতে বিহ্বল নাবিক সবে;

১৬

তখনো তোমার শশাঙ্ক-বদনে
পড়েনিক সখে কলঙ্ক-রেখা,
তখনো তোমার বিমল নয়নে
কিছুই বিকার যায়নি দেখা।

১৭

প্রকৃতির সেই বিকট বদন,
তটিনীর সেই ভীষণ হাস,
চপলার খেলা, করি দরশন
তিলেকো তোমার হয়নি ত্রাস।

১৮

দেখি সেই সব ভীষণ ব্যাপার
কাঁপেনিক সখে তোমার প্রাণ,
স্বভাবের সেই বিকট বাহার
তৃষিত নয়নে করেছ পান।

১৯

নিবিড় জলদে আবৃত আকাশ,
ক্ষণেকে প্রকাশ চপলা-ছটা—
ক্ষণে ক্ষণে যেন হাসের বিকাশ,
উদিত প্রবল প্রলয়-ঘটা ;

২০

দেখিয়া তখন সে সব তোমার
উঠেছে নবীন মানসাকাশে
নব নব ভাব কতই প্রকার,
পূরেছে বদন মধুর হাসে।

২১

ভীম বায়ুভরে তটিনী যখন
দুলিল প্রবল স্রোতের সনে,
স্বভাবের দোলে দুলেছ তখন
নূতন আমোদ বহেছে মনে।

২২

কে জানে তখন ঘটিবে এমন,
তটিনী তরণী করিবে গ্রাস,
প্রবাহিত হয়ে প্রবল পবন
আশালতাটুকু করিবে নাশ।

২৩

হা, হা, সখে, সখে আর কি তোমার
দেখিব সহাস কমল-মুখ
তোমা সনে ফিরে মিলিয়ে আবার
পাব কি তেমন বিমল সুখ।

২৪

সুধীর সুশীল তোমার মতন,
সাদাসিদে খোলা মানস যার,
তেজস্বী অথচ বিনয়ী সুজন
কখন কি সখে দেখিব আর।

২৫

দেশ-হিত তরে ব্যাকুল জীবন,
তুলিতে কুরীতি-কণ্টকভার
সদাই চিন্তিত তোমার মতন
সরল সুজন পাব কি আর।

২৬

অপরূপ ভাব, বিসুদ্ধ প্রণয়,
অটল বিশ্বাস, বিমল জ্ঞান,
কপটতা-হীন খোলসা হৃদয়,
কলঙ্ক-বিহীন পবিত্র প্রাণ,

২৭

পরউপকার করিতে সাধন
তোমার মতন ব্যকুল-মন
আর কি কখন হেরিবে নয়ন ?
পাব কি তেমন সরল জন ?

২৮

সুধার আধার প্রণয় রতন,
জেনেছিলে সখে তাহার সার,
প্রেম-সুধা-ধার বিমল কেমন
পেয়েছিলে তার সুরস তার।

২৯

স্বার্থহীন প্রেম—সখার যেমন,
আর কি মিলিবে ধরণীতলে,
বিপদে সম্পদে সমান যে জন,
মানস যাহার নাহিক টলে।

৩০

হা, রে, রে, নিষ্ঠুর বিধাতা নিদয়
এই কি রে তোর ছিল রে মনে
হতাশে বিঁধিয়া সবার হৃদয়
হরিলি এহেন সুহৃদ-ধনে।

৩১

কি হবে করিলে অরণ্যে রোদন,
কি ফল হইলে বিহ্বল শোকে;
কূলে কূলে গিয়া করি অন্বেষণ
সঙ্গী কেহ যদি বাঁচিয়া থাকে।

৩২

বিদায় কল্পনে! আজিকে বিদায়,
কাঁদায়ে তোমায় আর কি হবে?
ভাগ্যে থাকে দেখা হবে পুনরায়,
সাদর সম্ভাষ করিব তবে।

৩৩

সৌভাগ্যের ফলে এ স্রোত পবনে
বেঁচেথাকে যদি সখার প্রাণ,
দেখা হয় যদি পুন সখা সনে
গাহিব আবার ললিত-গান।

ইতি অরণ্যে রোদন নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সমাপ্ত।
